দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৮ ...

পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক প্রদানে বিলম্ব-নীতি

আমি ঢাকা বোর্ডের ১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার একজন পরীক্ষক। পরীক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তি ইহাই আমার প্রথম। বিগত মে'র ১৬ তারিখে আমার নামে বরাদ্দকৃত উত্তর-পত্রসমূহ আনিতে গিয়া মিটিং আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বোর্ডের কনফারেন্স রুমে সমবেত পরীক্ষক বন্ধুদের কয়েক-জনের সহিত আলাপকালে জানিতে পারি যে, পরীক্ষকদের '৯৩-এর পারিশ্রমিক '৯৪-এ প্রদান করা হইবে। দীর্ঘদিন যাবৎ নাকি এ রকমই হইয়া আসিতেছে। পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক প্রদানের এই বিলম্বনীতির কারণটি আমাদের বোধগম্য নয়। এই নীতির দ্বারা বোর্ডসমূহ কেবল নিজেদের স্বার্থই রক্ষা করিতেছে। পরীক্ষকদের স্ব-স্ব কর্মস্থলের রুটিন ওয়ার্ক সম্পন্ন করিবার পর নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে উত্তরপত্রসমূহ জমা করিবার জন্য রাত্রি জাগিতে হয়, ছুটির দিনগুলিতে বিনোদন পরিহার করিতে হয় এবং পারিবারিক অনেক জরুরী কাজকর্ম বিসর্জন দিতে হয়। অথচ পারিশ্রমিক পাইতে তাহাদের এক বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হয়। আমি সকল বোর্ডের ১৯৯৩ সালের এসএসসি'র পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক প্রদানের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই যাহাতে পরীক্ষকগণ তাহাদের পারিশ্রমিক পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য শিক্ষা বোর্ডসমূহ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

—মোঃ হাবিব উল্লাহ, প্রধান শিক্ষক, শেখ মোঃ মিয়ার হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়, রামকৃষ্ণদী, মুন্সীগঞ্জ।